ইনকিলাব ৯

ঢাকা বৃহস্পতিবার, ১৯ চৈত্র ১৪১৫, ২ এপ্রিল ২০০৯

বাংলাদেশ : মধ্য আয়ের দেশগুলোর সম্ভাব্য সদস্য

ড. এম আজিজুর রহমান

একটি দেশের বাৎসরিক মাথাপ্রতি আয় কম বেশি ৫,০০০ ডলার বা ৩,৫০,০০০ টাকা বা তার অধিক হলে তাকে মধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। এশিয়া মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশ মধ্য আয়ের দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন- হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চায়না, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া দ্রুত মধ্য আয়ের দেশের সদস্য হিসেবে সনদ পেতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ভারত মধ্য আয়ের দেশে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে আমরা খুবই আশাবাদী। এত সমস্যার ভেতর থেকেও বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের সম্ভাবনাময় সংশ্লিষ্ট কিছু কথা বার্তা হলো এ প্রবন্ধের সংক্ষেপ উদ্দেশ্য।

উন্নতির পূর্বশর্ত হিসেবে যতগুলো পূর্বশর্তের প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা- যা সৌভাগ্যবশত আমরা পেতে শুরু করেছি ৯০ দশকের শুরু থেকে। সে সময় থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে পেতে শুরু করেছি গণতান্ত্রিক সরকার। যেমন- ১৯৯১ সাল থেকে আজ অবধি বিএনপি-আওয়ামী লীগ, আবার বিএনপি-আওয়ামী লীগ। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা বাদ দিলে বাংলাদেশ এখন একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং আমাদের কাছ থেকে এ গণতন্ত্র আর ছিনতাই হবে বলে আমরা আশা করি না। জনগণ গণভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে। বিগত সময়ের আবিষ্কৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত জাতীয় (আইডি) পরিচয়পত্র ও ছবিসহ ভোট দেবার পরিবেশ ইত্যাদি কাঠামোগত উন্নয়ন সবকিছু মিলিয়ে গণভোটের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অধিকারকে প্রায় সুনিশ্চিত করে দিয়েছে। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে সরকারী বেসরকারী খাতে বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগ সময়মত যথার্থভাবে আশা করা যায় না। ৯০ দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ঋণ ও বিনিয়োগের অনেক সম্ভাবনা ও উন্নয়ন। Small & Medium Enterprise (S.M.E.)-এ প্রকল্প ও শিল্পখাতে উৎসাহিত হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ গণতান্ত্রিক সরকারের স্থিতিশীলতার কারণে দেশী, বিদেশী উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও দাতাগোষ্ঠীর মনে বাংলাদেশে বিনিয়োগে একটি বিশ্বাসযোগ্যতার সৃষ্টি হয় এবং আমাদের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী খাতে উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের সৃষ্টি ও পরবর্তী ক্রমাগত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- টেলিকম, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, mass media (গণমাধ্যম) হিসেবে টেলিভিশন খাত, বেসরকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বীমা, ইনসিওন্সে কোম্পানীর সম্প্রসারণ, উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অর্জন এ সবকিছুই আমরা গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ফলশ্রুতি হিসেবে পেয়েছি। বর্তমান সরকারের আমলে দেশী বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগের আরো বেশি সুবিধা অর্জন ও সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবছি।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে খাতওয়ারী অনেক কিছুর স্থিতিশীলতা অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন- প্রশাসনিক অবকাঠামো, আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা, সুষ্ঠ সবল বিচার ব্যবস্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি। সামগ্রিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দরকার দেশজ মোট উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপ্রতি আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুসম বন্টন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে দেশ ও দশের এবং দেশের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।

যে কোন সমাজ, সরকার ও সাধারণ মানুষকে মনে রাখতে হবে যে আয়, উন্নতি, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও উন্নয়নের সাথে সাথে যা দরকার তা হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্যে স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করা। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এর মাটি উর্বর এবং মানুষ পরিশ্রমী। প্রান্তিক খাদ্য ঘাটতির এই দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের কৃষি উপকরণ ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান প্রশংসনীয়। ভর্তুকি অর্থে সুসম বণ্টনসহ দরকার সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বন্যাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসলাদি রক্ষাকল্পে দরকার পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ এগুলোর বড় বড় শাখা-প্রশাখার ওপরে সুকঠিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেয়া। স্বল্প বিনিয়োগে অধিক ফলন লাভের আশায় কৃষি গবেষণাকে জোরদার করা। কৃষিচাষ উপকরণ ও যান্ত্রিক এবং বগুড়ায় অবস্থিত কৃষি সরঞ্জামাদি ও যান্ত্রিক কারখানাগুলোকে আরো উন্নয়ন করা।

গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর অভাব, উদ্যোক্তার অভাব, অর্থায়নে দুর্বলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, ঘন বসতি দেশ হয়েও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে থেকেও ধীর গতিতে হলেও শিল্পায়নে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশ এগিয়ে যাচ্ছি। নীট ও ওভেন রপ্তানি খাতে আমরা বছরে দশ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি, যা দিন দিন বেড়ে চলছে। এটা স্বাপ্নিক হলেও সত্য- অদূর ভবিষ্যতে আমরা রপ্তানিমুখী পোশাকে বিশ্ববাজারে ১ম স্থান অর্জন করতে যাচ্ছি। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে চায়নার ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বিশেষ করে পোশাক শিল্পখাত এবং এর শ্রমিকগোষ্ঠী আস্তে আস্তে ভারী শিল্পের দিকে ধাবিত হচ্ছে। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের মতো আরো গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে হিমায়িত মৎস্য, জনশক্তি রপ্তানী এবং প্রবাসী আয় থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। আগেই বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক রাজনীতির কারণে ব্যাংক-বীমাসহ আর্থিক খাতগুলোকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এর আরো সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। আরো অধিক পরিমাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে এ জনবহুল দেশে সৃষ্টি ও উন্নয়ন প্রেক্ষিতে অবশ্যই বেসরকারী খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। দক্ষ জনসংখ্যা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণকল্পে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে অতি সত্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সবকিছুর উর্ধ্বে আমাদের আরো যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ব্যবসায়-বাণিজ্য, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের উন্নয়নের উৎস বিধায় আমদেরকে ব্যবসায়ী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন এবং পুরাতন ধাঁচে প্রণীত আইনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন আইনের সংস্কার করতে হবে।

ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং গঠনমূলক ও নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতি কাজে লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রমী হবার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এগুলোর সুসম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠ প্রতিযোগিতায় কমদামে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভোগ এবং রপ্তানিখাতে আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ আসন অর্জন করে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করে আমাদের এ সোনালি স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হোক এ মর্মে আমরা খুবই আশাবাদী।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।